নেটওয়ার্ক ফর পিপলস অ্যাকশন

বিবৃতি

বিশ্ব নারী দিবসে এনপিএ'র অঙ্গীকার: সম-অধিকার সম-মর্যাদা এবং সম-মজুরি

ঢাকা ৮ মার্চ, ২০২৬

সারসংক্ষেপ: আজ বিশ্ব নারী দিবস। এই দিনটি পৃথিবীজুড়ে নারীর অধিকার, মর্যাদা ও সমতার সংগ্রামকে স্মরণ করার দিন। কিন্তু এমন এক সময় এই দিনটি এসেছে যখন বাংলাদেশের সমাজে নারীর নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন, অংশগ্রহণ ও মর্যাদার কথা বলার এই দিনে বাস্তবতা আমাদের কঠিন এক প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়: এই সমাজে নারী আসলে কতটা নিরাপদ? গত কয়েক মাসে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একের পর এক ধর্ষণ, নির্যাতন ও হত্যার ঘটনা ঘটছে। নরসিংদীতে এক কিশোরীর মরদেহ ক্ষেত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে; পরিবারের অভিযোগ, তাকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে মাত্র সাত বছরের এক শিশুকে হত্যার ঘটনায় প্রতিবেশীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পাবনা ও গাইবান্ধায় ধর্ষণের পর হত্যার পৃথক ঘটনায় দেশজুড়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। রাজবাড়ীতে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে এক তরুণীকে ডেকে এনে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর তথ্য অনুযায়ী সাম্প্রতিক সময়ে নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে; শুধু জানুয়ারি মাসেই অন্তত ৩৫টি ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে।

আজ বিশ্ব নারী দিবস। এই দিনটি পৃথিবীজুড়ে নারীর অধিকার, মর্যাদা ও সমতার সংগ্রামকে স্মরণ করার দিন। কিন্তু এমন এক সময় এই দিনটি এসেছে যখন বাংলাদেশের সমাজে নারীর নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন, অংশগ্রহণ ও মর্যাদার কথা বলার এই দিনে বাস্তবতা আমাদের কঠিন এক প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়: এই সমাজে নারী আসলে কতটা নিরাপদ?

গত কয়েক মাসে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একের পর এক ধর্ষণ, নির্যাতন ও হত্যার ঘটনা ঘটছে। নরসিংদীতে এক কিশোরীর মরদেহ ক্ষেত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে; পরিবারের অভিযোগ, তাকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে মাত্র সাত বছরের এক শিশুকে হত্যার ঘটনায় প্রতিবেশীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পাবনা ও গাইবান্ধায় ধর্ষণের পর হত্যার পৃথক ঘটনায় দেশজুড়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। রাজবাড়ীতে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে এক তরুণীকে ডেকে এনে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর তথ্য অনুযায়ী সাম্প্রতিক সময়ে নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে; শুধু জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসেই অন্তত ৬৭ টি ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে।

সাম্প্রতিক আরও কিছু ঘটনা আমাদের সমাজের গভীর সংকটকে সামনে নিয়ে আসে। জাহাঙ্গীরনগর

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী নির্যাতনের শিকার হওয়ার পর তার কথিত প্রেমিকই সামাজিক মাধ্যমে মেয়েটির বিরুদ্ধে চরিত্রহননমূলক অপবাদ ছড়িয়ে তাকে হেয় করার চেষ্টা করেছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক নারী শিক্ষককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। অন্যদিকে সমাজের উচ্চপদে থাকা একজন ব্যক্তি, বাংলাদেশ বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নিজের বাসার একটি ছোট্ট কাজের মেয়ের ওপর নৃশংস নির্যাতনের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন।

এই ঘটনাগুলো আমাদের সামনে একটি কঠিন সত্য তুলে ধরে। একজন নারী তিনি যে সামাজিক অবস্থানেরই হোন, প্রত্যন্ত গ্রামের শিশু, শহরের গৃহকর্মী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বা শিক্ষক, পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতাকাঠামোর সামনে তিনি প্রায়ই অসহায় হয়ে পড়েন। একই সমাজে যেখানে ক্ষমতা, অর্থ ও মর্যাদার অধিকারী একজন মানুষ একটি অসহায় শিশুকেও নির্মমভাবে নির্যাতন করেও আইন-আদালতের ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যেতে পারে, সেখানে বোঝা যায় যে এই সহিংসতা কেবল ব্যক্তিগত বিকৃতি নয়। এটি দীর্ঘদিন ধরে তৈরি হওয়া একটি সামাজিক মনস্তত্ত্ব, যেখানে ক্ষমতার অসমতা, নারীবিদ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গি এবং দায়মুক্তির সংস্কৃতি একে অপরকে শক্তি জোগায়।

সমাজে যখন প্রকাশ্যে নারীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো হয়, যখন নারীর স্বাধীনতা ও মর্যাদাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়, যখন কর্মক্ষেত্র ও জনজীবনে তাদের অংশগ্রহণকে সীমিত করার প্রচারণা চলে, তখন সেই পরিবেশ নারীদের আরও দুর্বল করে তোলে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক মর্যাদা এবং দৃশ্যমানতা কমে গেলে একজন মানুষের অধিকার রক্ষার ক্ষমতাও কমে যায়। ফলে নারীরা আরও সহজে সহিংসতা ও নিপীড়নের শিকার হয়ে ওঠেন। এই বাস্তবতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা কেবল আইনশৃঙ্খলার সমস্যা নয়; এটি সমাজের ক্ষমতার কাঠামো, সংস্কৃতি এবং রাজনীতির সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কিত।

বিশ্ব নারী দিবস আমাদের শুধু উদযাপনের আহ্বান জানায় না; এটি আমাদের জবাবদিহিতার প্রশ্নও তোলে। এই পরিস্থিতি কোনো বিচ্ছিন্ন অপরাধের ধারাবাহিকতা নয়। এটি রাষ্ট্র, সমাজ এবং রাজনৈতিক শক্তিগুলোর জন্য একটি গুরুতর সতর্ক সংকেত। এই বাস্তবতায় নেটওয়ার্ক ফর পিপলস অ্যাকশন মনে করে কেবল ক্ষোভ প্রকাশ যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন দৃশ্যমান ও কাঠামোগত পদক্ষেপ।

এই প্রেক্ষাপটে কয়েকটি জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে (২০০০) নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার বিচার ১৮০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করার কথা বলা হয়েছে (ধারা ২০.৩)। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ -এ ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলার বিচারকার্য ট্রাইব্যুনাল অভিযোগ গঠনের ৯০ কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করার কথা বলা হয়েছে। আইন বাস্তবায়ন করতে সরকারের সব ধরণের প্রস্তুতি এবং আয়োজন দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিশ্চিত করতে হবে, যেমন: ট্রাইবুনাল ও বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি, ভুক্তভোগীর সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক ভুক্তভোগীকে দোষারোপ না করার নির্দেশনা দেয়া ইত্যাদি।

২) ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের ঘটনা নির্মূল করতে নারী ও শিশুর পক্ষে অনুকূল বা নারীবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সভা, সমাবেশ, সরকারী অনুষ্ঠান, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে সামাজিক গণমাধ্যম ও সমাজের সর্বস্তরে নারী বিদ্বেষী বক্তব্য প্রদানকে আইন করে বন্ধ করতে হবে।

নারীর নিরাপত্তা কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর দাবি নয়; এটি একটি সভ্য সমাজের মৌলিক মানদণ্ড। বিশ্ব নারী দিবসের এই দিনে আমাদের প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত যে বাংলাদেশের জনজীবনে নারীর মর্যাদা, নিরাপত্তা ও সমান অধিকার অখণ্ড এবং আপসহীন।